রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৫, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩১ আষাঢ় ১৪১৪ বাং/১৫ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ

নং ১৫ (মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৫ আষাঢ় ১৪১৪ বাং মোতাবেক ০৯ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ১৫, ২০০৭

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই অধ্যাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত "দাঁড়ি" এর পরিবর্তে "সেমিকোলন" প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত দফার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) কোন উন্নয়ন সহযোগী বা কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত সরকারের সম্পাদিত কোন ঋণ, অনুদান বা অন্য কোন চুক্তির অধীন, কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কোন চুক্তিতে ভিন্নতর কিছু থাকিলে উক্ত চুক্তির শর্ত প্রাধান্য পাইবে।"।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ঢাকা
তারিখ ঃ ৩১-০৩-১৪১৪ বঙ্গাব্দ / ১৫-০৭-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

সুলতানা নাসিরা খান
যুগ্ম-সচিব (ড্রাঃ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই জুন, ২০০৯/২রা আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ই জুন, ২০০৯(২রা আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৩৩নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত "দাঁড়ি" এর পরিবর্তে "সেমিকোলন" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত দফার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

(ঘ) কোন উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত সরকারের সম্পাদিত কোন ঋণ, অনুদান বা অন্য কোন চুক্তির অধীন কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কোন চুক্তির শর্তে ভিন্নতর কিছু থাকিলে উক্ত চুক্তির শর্ত প্রাধান্য পাইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১২, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ই নভেম্বর, ২০০৯/২৮শে কার্তিক, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ই নভেম্বর, ২০০৯ (২৮শে কার্তিক, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৬৫ নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৯) এ "পরিদপ্তরের প্রধান" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, জেলা জজ" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official estimate) উল্লেখ করিতে হইবে। তবে কোন দরদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর দরপত্রে উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর শেষ প্রান্তস্থিত "।" দাড়ি চিহ্নের পরিবর্তে "ঃ" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠিকাদারের তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয় কার্যের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠিকাদার কর্তৃক অতীতে সম্পাদিত কার্যক্রয়ের অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে। তবে ক্রয়কারী আইনের ধারা ৩১ অনুযায়ী অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকা পর্যন্ত কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পদ্ধতিও ব্যবহার করিতে পারিবে।"।

৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (গগ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(গগ) দফা (গ) এ উল্লেখিত দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রযোজ্য না হইলে এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে ;"।

৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ঋ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-দফা (ষ) এবং (ষষ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ষ) দরপত্র দলিলে, পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলে সরবরাহের জন্য উদ্ধৃত মূল্যের, শুল্ক ও কর বাদে, এবং কার্যের ক্ষেত্রে কাজের মূল্যের, সকল শুল্ক ও করসহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা যাইবে না এবং অগ্রাধিকার প্রদানে শিথিলতার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে;

(ষষ) সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দরপত্রকে এবং কার্যের ক্ষেত্রে দরপত্র দাতাকে, কর্তৃক দফা (ষ) অনুসারে অগ্রাধিকার প্রয়োগের জন্য, নির্ধারিত শর্ত পূরণ ; ।"

৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত " ।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে "ঃ" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ একটি শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গগ) এর অধীন এক পর্যায় দুই খাম পদ্ধতিতে দরপত্র দাখিলের পর উন্মুক্তকরণ কমিটি কারিগরী প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করিবে এবং কারিগরী প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপ্ত এবং উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে।"।

৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর প্রান্তস্থিত ";" সেমিকোলন চিহ্নের পরিবর্তে "ঃ" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ একটি শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সীমিত পদ্ধতির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতা হইলে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতা নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে লটারীর প্রয়োগ বিবেচনা করা যাইবে;"।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবুল কাসেম, অতিঃ নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক এর অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৮, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৮ই জুলাই, ২০১০/৩রা শ্রাবণ ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৮ই জুলাই, ২০১০ (৩রা শ্রাবণ, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১০ সনের ৩৬ নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official estimate) উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দরদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর প্রথম এবং দ্বিতীয় শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠিকাদারের তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয় কার্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে না।"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গগ) এ উল্লিখিত "দুই খাম" শব্দগুলির পরিবর্তে "দুই খাম দরপত্র" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ঋঋ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ঋঋ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঋঋ) দফা (ঋ) অনুসারে অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য—

(অ) সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দরপত্রকে; এবং

(আ) কার্যের ক্ষেত্রে দরপত্র দাতাকে নির্ধারিত শর্ত পূরণ;"।

৬। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "এক পর্যায় দুই খাম" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক ধাপ দুই খাম দরপত্র" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "সীমিত পদ্ধতির মাধ্যমে" শব্দগুলির পরিবর্তে "সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে অনধিক ২(দুই) কোটি টাকার" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd